FEB
তারিখ 12.6 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৪

দৈনিক
ইনকিলাব

জবিতে সেশনজটের কবলে ইতিহাস ও রসায়ন বিভাগ

এম এ মালেক : সেশনজটে নাকাল হয়ে পড়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। ৬ মাসের সেমিস্টার শেষ হতে সময় লাগছে প্রায় এক বছর। ফলে ৪ বছরের অনার্স সময় লাগছে প্রায় ৭ বছর। ফলে ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারবে না জবির ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের এ দুইটি বিভাগের কয়েকশ' শিক্ষার্থীরা।

সেমিস্টারের নিয়ম অনুযায়ী সময় মতো ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়া এবং বিলম্বে ফল প্রকাশ আর শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির কারণেই সেশনজটের দুর্ভোগ দিন দিন বাড়ছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

অনুসন্ধান করে জানা যায়, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারলেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, রসায়ন, পরিসংখ্যান মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা এই বিভাগের ৩য় ব্যাচের প্রায় ১ হাজার শিক্ষার্থী ঘোষিত ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারবেন না। এই সমস্ত বিভাগের চতুর্থ বর্ষ প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা শেষ করেছে মাত্র কয়েক মাস হয়েছে। এ সমস্ত বিভাগের শিক্ষার্থীরা ৩৩তম বিসিএস অংশ নিতে পারলেও এবার তারা অংশগ্রহণ করতে পারছে না। রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী রফিক বলেন, সেশনজটের কারণে ঘোষিত ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারব না।

একই সাথে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা গত ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, কিছু শিক্ষক পছন্দের ছাত্রদেরকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে নিজেদের পক্ষে রাখে। যাতে করে তারা কোন সময়ই সেশনজটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে না পারে। সবচেয়ে বেশি সেশনজটে আছে রসায়ন, ইতিহাস বিভাগ। রসায়ন বিভাগের দুইদিন পূর্বে মাত্র শেষ হলো সপ্তম সেমিস্টারের পরীক্ষা। তাদের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা এবছরের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হতে পারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী পন্থী কিছু অধ্যাপক বলেন, এই সমস্ত বিভাগে তথাবহ সেশনজট আমাদের সবার জানা কথা। এই বিভাগ গুলোর অধিকাংশ শিক্ষক সব সময় দলীয় বিভিন্ন রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তারা নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা নিতে পারেন না এবং ফলাফলও প্রকাশ করতে পারেন না। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল বিভাগের শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতি নিয়ে কম সময় ব্যয় করেন না সেসকল বিভাগে তেমন সেশনজট নেই। তবে শিক্ষক সংকটও সেশনজটের অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ ব্যাচ ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের সমাজবিজ্ঞানসহ কয়েক বিভাগের অনার্স পরীক্ষা শেষ হওয়ায় ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে বলে জানা যায়। এছাড়াও তৃতীয় ব্যাচ সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাসহ বিবিএ সাবজেক্টগুলো অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছে। সূত্রে জানা যায়, ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সব কটি অনুষদের প্রত্যেকটি বিভাগে সেমিস্টার প্রতি চালু করা হয়। ৪ বছরের অনার্স কোর্সকে মোট ৮টি সেমিস্টারে ভাগ করা হয়/করে। প্রতি সেমিস্টারের জন্য ৬ মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করে প্রতি বছরে ২টি সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগের প্রথম ব্যাচের (২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থীদের এক সেমিস্টার শেষ করতে সময় লাগে ১১ মাস। ২য় ব্যাচের (২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থীদের ৮/৯ মাস। এই ব্যাচের শিক্ষার্থীরাও দুই বছরের সেশনজটে পড়েছে। ৩য় ব্যাচের (২০০৭-০৮শিক্ষাবর্ষ) এ ব্যাচটির ১ম বর্ষের ১ম সেমিস্টার শেষ করতে সময় লাগে প্রায় ১০ মাস। দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ৮ম সেমিস্টার ফাইনাল (অনার্স ফাইনাল) পরীক্ষা ২০১১ সালের হওয়ার কথা থাকলেও কিছু বিভাগ ছাড়া অধিকাংশ বিভাগে শিক্ষার্থীরা সবে মাত্র ৭ম সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে বা সবে মাত্র শেষ হয়েছে। এ বিষয়ে রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. শাহজাহান ইনকিলাবকে বলেন, সেশনজটের অন্যতম কারণ হল বিভাগের শিক্ষক ও ল্যাবের সংকট রয়েছে এছাড়াও তিনি বলেন, বিজ্ঞান বিভাগের সাবজেক্ট তো তাই একটু পিছিয়ে আছি। এ বিষয়ে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সেশনজটের অন্যতম কারণ হল শিক্ষক সংকট তা সত্য তবে আমরা অধিকাংশ বিভাগের সেশনজট কমাতে সক্ষম হয়েছি। আশা করি আস্তে আস্তে বাকি বিভাগের সেশনজট কমাতে পারব।